পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

কেন্দ্রীয় অফিস ঃ
"কর্মচারী ভবন"
১০এ, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন ঃ ২২৬৫-০৯২৬/২২৬৪-৯৫৯৩
ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
e-mail : stcoorco@bsnl.in

পত্র নংঃ কো-অর্ডি - ৪৬/১৪

কলকাতা তারিখ ঃ ২৭ জুন, ২০১৪

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ।

মহাশয়া,

আপনাকে বিনয়ের সাথে অবহিত করছি যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনি রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির সভায় সংগঠন করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অক্ষুন্ন রাখার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের জানিয়েছিলেন এবং প্রতি তিনমাস অন্তর সংগঠনগুলির সাথে প্রশাসনিক কাজ ও কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ও ক্ষোভের সাথে জানাচ্ছি যে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলির একটিও আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি, শুধু দুটিমাত্র স্বল্পকালীন সভা ছাড়া । বরং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতন্ত্রের প্রতি আক্রমণ বেড়েছে। ব্যাপকভাবে চলছে দমন-পীড়ণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নীতিহীন বদলী। আমলারা কোন প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে বদলী করছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহোদয়গণ প্রশাসনের হাত থেকে বদলীর ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন। প্রশাসনের অভ্যন্তরে একটা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা কিনা সমগ্র কর্মচারী সমাজ ও তাঁদের পরিবারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। এর ফলে নষ্ট হয়েছে দপ্তরের কাজের পরিমন্ডল।

সাথে সাথে কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার দীর্ঘ পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আপনার প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আজও কার্যকর হয়নি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আজ সবচাইতে কম বেতন পান। মহার্ঘভাতা বকেয়ার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশ। প্রশাসনের সর্বনিম্নস্তরের একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারী এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা থেকে ৪ হাজার টাকা বেতন কম পাচ্ছেন। গ্রুপ-সি কর্মচারী থেকে বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ মাসে ৬ হাজার থেকে ২৭ হাজার টাকা কম পাচ্ছেন। তাছাড়া পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশসমূহ এবং কারিগরী কর্মচারীদের জন্য তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) সুপারিশসকল এখনও কার্যকরী হয়নি। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের জন্য ইতোমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছেন। সেই মতো আমরা রাজ্য সরকারের কাছে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছি এবং এ ব্যাপারে পুনরায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই সমস্ত বিষয়ে আপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি আমরা দ্রুত একটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চাইছি। আশাকরি আপনি সহৃদয়ে, সহানুভুতির সঙ্গে তা বিবেচনা করে আমাদের সংগঠনকে একটি আলোচনার দিন ও সময় ধার্য্য করে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি মর্যাদা প্রদান করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়,

(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

সংযোজনী ঃ অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার চিত্র